ভুট্টা এর জাতের তথ্য

জাতের নাম : বর্ণালী

জনপ্রিয় নাম : নাই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা সোনালী, বড়, ক্যারোটিন বেশি, হাজার দানার ওজন ২৪৫-৩২০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫-৬.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১৪০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : শুভ্রা

জনপ্রিয় নাম : নাই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৫-১৪৫

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা সাদা, আটার সাথে মিশানো যায়।হাজার দানার ওজন ৩১০ -৩৩০গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.০-৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১৪০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : খইভূট্টা

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা ছোট, খই এর জন্য উপযোগী।হাজার দানার ওজন ১৪০-১৫০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫-৪.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬০ গ্রাম - ৮০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১২৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বর্ণালী

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা সোনালী, বড়, ক্যারোটিন বেশি, হাজার দানার ওজন ২৪৫-৩২০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৪

শতক প্রতি ফলন পাট খড়ি (কেজি) : -

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.০ - ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১০০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : শুভ্রা

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা সাদা, আটার সাথে মিশানো যায়।হাজার দানার ওজন ৩১০ -৩৩০গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫-.৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১০০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : খইভুট্টা

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা ছোট, খই এর জন্য উপযোগী।হাজার দানার ওজন ১৪০-১৫০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৫-৩.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬০ গ্রাম - ৮০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১০০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : মোহর

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০

জাতের ধরণ : বাছাইকৃত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা উজ্জ্বল হলুদ, উত্তম গো-খাদ্য।হাজার দানার ওজন ১৮০-৩০০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০-৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১৪০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : মোহর

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা উজ্জ্বল হলুদ, উত্তম গো-খাদ্য।হাজার দানার ওজন ১৮০-৩০০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫-.৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি ভূট্টা-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা হালকা হলুদ।হাজার দানার ওজন ২৯০-৩১০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.০-৬.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি ভূট্টা ৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

মোচা মাঝারী আকারের।হাজার দানার ওজন ৩১৫-৩২৫ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৬ - ২৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.৫-৭.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি ভুট্টা-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৫০-৩৬০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৬ - ৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.০-৭.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা কমলা হলুদ, বড়। হাজার দানার ওজন ৩৫০-৩৭৫ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৮ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭.৫-৯.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রাপ্ (দিন): ১৪৫

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৫৬.১ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩২ - ৩৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৮.০ -৯.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা হলুদ।হাজার দানার ওজন -৩৯২ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৮ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯.০-৯.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৩

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৪৯ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩০ - ৩৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭.৪-৯.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪২

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা কমলা বর্ণের, উচ্চমানের আমিষ আছে।হাজার দানার ওজন .৯০-৩১০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৮ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০.০-১০.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪২

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা হালকা হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৮২-৩৯২ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৮ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯.৮-১০.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৭

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা আকর্ষণীয় কমলা হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৪০ -৩৬০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪২ - ৪৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০.৫-১১

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৩

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা আকর্ষণীয় হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৯২-৩৯৫ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪৬ - ৫০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯.৭০-১১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।দানা হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৫০-৩৬০ গ্রাম।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভূট্টা-৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বি এ আর আই।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০-১৪৫

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৪০-৩৬০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪৬ - ৫০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০.২০-১২.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।দানা হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৫০-৩৬০ গ্রাম।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভূট্টা-১০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাবাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

হাজার দানার ওজন ৩৫০-৩৬০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০ - ৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯.০-১১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভূট্টা-১১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা কমলা হলুদ রংয়ের ফ্লিন্ট টাইপ, হাজার দানার ওজন ৩৫০-৩৬০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪২ - ৪৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০.৫-১১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মিষ্টি ভূট্টা-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৭

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কাঁচা অবস্থায় খাওয়া যায়, ভিটামিন এ সমৃদ্ধ।

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

হেলে পড়া প্রতিরোধী।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০ - ৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯.৫-১০.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেবি কর্ন ১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কাচা অবস্থায় খাওয়া যায়।

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

প্রতি গাছে খাবার উপযোগী ২ টি মোচা উৎপন্ন হয়।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫ - ৫.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.২৫-১.৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ৭৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি ভুট্টা-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা হালকা হলুদ।হাজার দানার ওজন ২৯০-৩১০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দুরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দুরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২ - ১৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.০-৪.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি ভুট্টা-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৫

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা হালকা হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৮২-৩৯২ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০-৫.৫ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১০৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি ভুট্টা-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

জাতের ধরণ : কম্পোজিট

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা আকর্ষণীয় কমলা হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৪০ -৩৬০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫-৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা কমলা হলুদ, বড়। হাজার দানার ওজন ৩৫০-৩৭৫ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০-৬.৫ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৫৬.১ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫- ৬.০ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৫

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা হলুদ।হাজার দানার ওজন -৩৯২ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০-৫.৫ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৪৯ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০-৫.৫ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড় ভুট্টা-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৫

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা কমলা বর্ণের, উচ্চমানের আমিষ আছে।হাজার দানার ওজন .৯০-৩১০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৬ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯.০-১০.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১০৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা হালকা হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৮২-৩৯২ গ্রাম

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৬ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯.০-১০.০ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড় ভুট্টা-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গ্রাম।দানা কমলা বর্ণের, উচ্চমানের আমিষ আছে।হাজার দানার ওজন .৯০-৩১০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৬ - ৩৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯.০০- ৯.৫ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড় ভুট্টা-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৫

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা আকর্ষণীয় হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৯২-৩৯৫ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দুরত্ব (ইঞ্চি) : ২৪

চারা থেকে চারার দুরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৬ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯.৫- ১০.০ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড় ভুট্টা-৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা কমলা হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৪০-৩৬০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৪ - ৩৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৮.৫-৯.0

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড় ভুট্টা-১০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা হলুদ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৬ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০-১১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১২

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা কমলা হলুদ রংয়ের ফ্লিন্ট টাইপ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৬ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০.৫-১১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা কমলা হলুদ রংয়ের ফ্লিন্ট টাইপ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৪ - ৩৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.৬-৭.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১৪০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা হালকা হলুদ।হাজার দানার ওজন ৩৮২-৩৯২ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৬ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯.৫- ১১.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা হালকা হলুদ।হাজার দানার ওজন ২৯০-৩১০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৬ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০.৫- ১১.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১৪০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা ছোট, খরা প্রবন এলাকার জন্য উপযোগী।হাজার দানার ওজন ১৪০-১৫০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৬ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০.৫- ১১.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা ছোট, খরা প্রবন এলাকার জন্য উপযোগী।হাজার দানার ওজন ১৪০-১৫০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৬ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০.৫- ১১.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১৪০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা ছোট, খরা প্রবন এলাকার জন্য উপযোগী।হাজার দানার ওজন ১৪০-১৫০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৬ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০.৫- ১১.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা ছোট, খরা প্রবন এলাকার জন্য উপযোগী।হাজার দানার ওজন ১৪০-১৫০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৪

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫০ - ৫২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১২.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ২য় সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১৪০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দানা কমলা হলুদ রংয়ের ফ্লিন্ট টাইপ।দানা ছোট, খরা প্রবন এলাকার জন্য উপযোগী।হাজার দানার ওজন ১৪০-১৫০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫০ - ৫২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১২.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বপনের ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ভুট্টা এর পুষ্টিমানের তথ্য

পুষ্টিমান :

প্রতি ১০০ গ্রাম ভুট্টাতে ৬৭ গ্রাম জলীয় অংশ এবং ১২৫ কিলোক্যালরি খাদ্দ শক্তি রয়েছে । অন্যান্য পুষ্টিগুন যেমন খনিজ পদার্থ.৮ গ্রাম, আঁশ ১.৯ গ্রাম, আমিষ ৪.৭ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১.১গ্রাম, আয়রন ১ গ্রাম, ক্যারোটিন ৩২ মাইক্রোগ্রাম । এছাড়া ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-২ ও শর্করা ইত্যাদি ও রয়েছে ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস. ২০১৭।

ফসল : ভুট্টা

বর্ণনা : প্রযোজ্য নহে।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

প্রযোজ্য নহে।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : প্রযোজ্য নহে।

বীজতলা পরিচর্চা : প্রযোজ্য নহে।

ভুট্টা এর চাষপদ্ধতির তথ্য

বর্ণনা : বাংলাদেশে রবি মৌসুমে মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য অগ্রহায়ন (অক্টোবর-নভেম্বর) এবং খরিফ মৌসুমে ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র (মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ) পর্যন্ত সময় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

চাষপদ্ধতি :

বীজ লাইনে বুনতে হবে।লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব হবে ৩০ ইঞ্চি । লাইনে প্রায় ১০ ইঞ্চি দূরত্বে ১ টি অথবা প্রায় ২০ ইঞ্চি দূরত্বে ২ টি গাছ রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ভুট্টা এর মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

ফসল : ভুট্টা

মৃত্তিকা :

পানি জমে না এমন বেলে দোআঁশ থেকে দোআঁশ মাটি ।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

কম্পোজিট জাতের জন্য।

সারেরনাম	শতকপ্রতিসার
পঁচা গোবর	১৬-২৪ কেজি
ইউরিয়া	৭০০ গ্রাম ১২৬ কেজি
টি এস পি	৬৮০-৮৭০ গ্রাম
এম ও পি	৩৯০-৫৪০ গ্রাম
জিপসাম	৪০০-৬০০ গ্রাম
দস্তা	৪৫-৫০ গ্রাম
বোরাক্স	৩০-৩৫ গ্রাম

খরিফ এর জন্য।

সারেরনাম	শতকপ্রতিসার
পঁচা গোবর	১৬-২৪ কেজি
ইউরিয়া	৮৭০ গ্রাম ১ কেজি
টি এস পি	৫৩০-৮৭০ গ্রাম
এম ও পি	২৯০-৪৯০ গ্রাম
জিপসাম	৩৯০-৫৮০ গ্রাম
দস্তা	৩৫-৪০ গ্রাম
বোরাক্স	২৫-৩০ গ্রাম

রবি এর জন্য।

সারেরনাম	শতকপ্রতিসার
পঁচা গোবর	১৬-২৪ কেজি
ইউরিয়া	২-২.২৩ কেজি
টি এস পি	৯৭০ গ্রাম ১ কেজি
এম ও পি	৭৩০-৮৯০ গ্রাম
জিপসাম	৯৭০ গ্রাম-১ কেজি
দস্তা	৪৫-৫০ গ্রাম
বোরাক্স	৩০-৩৫ গ্রাম

জমি তৈরীর শেষ পর্যায়ে অনুমোদিত ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ এবং রবিতে হাইব্রিড জাততে জৈবসার ৪-৬টন, টিএসপি ২৪০-২৬০ কেজি, এমওপি ১৮০-২২০ কেজি, দস্তা সার ১০-১৫ কেজি, বরিক এসিড ৫-৭ কেজি এবং ইউরিয়া১৭০ -১৮০ কেজি সারের সবটুকু ছিটিয়ে জমি চাষ করুন। বাকী ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে প্রথম কিস্তি বীজ গজানোর ২৫-৩০ দিন পর ১৬৫-১৮৫ কেজি এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ গজানোর ৪০-৫০ দিন পর ১৬৫-১৮৫ কেজি প্রয়োগ করুন। হবে।কম্পোজিট জাত রবিতে বুনলে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ও জিপসাম হাইব্রিড জাতের চেয়ে অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশি প্রয়োগ ক্রতে পারেব। তবে মাটি পরীক্ষা করে সারের মাত্রা নিরূপণ করা উত্তম।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ভুট্টা এর সেচের তথ্য

বর্ণনা : উচ্চ ফলনশীল ভুট্টার আশানুরুপ ফলন পেতে হলে রবি মৌসুমে সেচ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। উদ্ভাবিত জাতে নিম্নরুপ ৩-৪ টি সেচ দেয়া যায়- প্রথম সেচঃ বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে (৪-৬ পাতা)। দ্বিতীয় সেচঃ বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে (৮-১২ পাতা)। তৃতীয় সেচঃ বীজ বপনের ৬০-৭০ দিনের মধ্যে (মোচা বের হওয়া পর্যায়)। চতুর্থ সেচঃ বীজ বপনের ৮৫-৮৯ দিনের মধ্যে (দানা বাঁধার পূর্ব পর্যায়)। ভুট্টার ফুল ফোটা ও দানা বাধার সময় কোনক্রমেই যাতে জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

সেচ বা অতিবৃষ্টির ফলে জমিতে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেজন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিন। ভূট্টার ফুল ফোটা ও দানা বাধার সময় কোনক্রমেই যাতে জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

দোন / সেঁউতি/ফিতা পাইপ দিয়ে নিকটস্থ পুকুর বা খালের মিঠা পানি দিয়ে বীজ বপনের ১৭থেকে ২১ দিন পর প্রথম সেচ এবং ৫৫ থেকে ৬০ দিন পর দ্বিতীয় সেচ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঞ্জস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে ।জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী সেজ/ বিরুৎ জাতীয় আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন ।সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই ।

তথ্যের উৎস : আগাছা ও বীজ- গাফফার, ইকবাল ও আলম

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে ।জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী সেজ/ বিরুৎ জাতীয় আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন ।সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই ।

তথ্যের উৎস : আগাছা ও বীজ- গাফফার, ইকবাল ও আলম

আগাছার নাম : গৈচা/ গইচা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : ফুল এবং বীজ পাকার সময় বৈশাখ- শ্রাবণ(মে- জুলাই)।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাস জাতীয় আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গাল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন ।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে । খরা সইতে পারে । এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আকো বা ছায়াতে এর বিচরণ ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাস জাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গাল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন ।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে ।মে থেকে আগস্ট মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।

আগাছার ধরন : বর্ষজীবী ঘাসজাতীয় আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন ।সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই ।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী সেজ/ বিরুৎ জাতীয় আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন ।সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আগাছার নাম : শ্যামা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে ।মে থেকে আগস্ট মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।

আগাছার ধরন : বর্ষজীবী ঘাসজাতীয় আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন ।সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই ।

তথ্যের উৎস : আগাছা ও বীজ- গাফফার, ইকবাল ও আলম

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে ।জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী সেজ/ বিরুৎ জাতীয় আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন ।সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই ।

তথ্যের উৎস : আগাছা ও বীজ- গাফফার, ইকবাল ও আলম

বাংলা মাসের নাম : বৈশাখ

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পুর্বপ্রস্তুতি :

সেচ নালা , সেচ যন্ত্র প্রস্তত রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

ফিতা পাইপ দিয়ে ঝর্না দিয়ে সেচ দিন।

প্রস্তুতি : জমিতে সেচের নালা তৈরি/ মেরামত করে রাখুন। বাত্তি ফসল তুলে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি - কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ ডঃ আবু ওয়ালী রাগিব হাসান । এবং দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি - বি এ আর সি ।

বাংলা মাসের নাম : আষাঢ়

ইংরেজি মাসের নাম : জুলাই

দুর্যোগের নাম : অতি বৃষ্টি

দুর্যোগ পুর্বপ্রস্তুতি :

নিষ্কাশন নালা প্রস্তত রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

প্রস্তুতি : নিষ্কাশন নালা প্রস্তত রাখুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি - কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ ডঃ আবু ওয়ালী রাগিব হাসান । এবং দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি - বি এ আর সি ।

বাংলা মাসের নাম : ফাল্গুন

ইংরেজি মাসের নাম : ফেব্রুয়ারী

দুর্যোগের নাম : ঝড় / শিলাবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

নিষ্কাশন নালা প্রস্তত রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন। হেলে পড়া গাছ সোজা করে নিন। প্রয়োজনে কয়েকটি গাছ একত্রে বেঁধে দিন।

প্রস্তুতি : বাড়তি ফসল তুলে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি - কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ ডঃ আবু ওয়ালী রাগিব হাসান । এবং দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি - বি এ আর সি ।

পোকার নাম : ভুট্টার সুরুই পোকা

পোকা চেনার উপায় : গাঢ় বাদামি বা কালো ও শক্ত পাখযুক্ত পোকা। মাথা গোল এবং মুখ নিচের দিকে নামানো।

ক্ষতির ধরণ : গোলাজাত দানা ছিদ্র করে কুড়ে শাঁস খেয়ে গুড়া গুড়া করে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : শীষ অবস্থা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , শিকড়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

প্রতি টন দনা/বীজে ৪-৫ টি ফসটক্সিন/ অ্যালুমেনিয়াম ফনফাইড ট্যাব্লেট দিয়ে পাত্রের মুখ ৩-৪ দিন ভাল ভাবে বায়ুরোধী করে বন্ধ রাখুন।এ বিষবাস্প মানুষের জন্য ক্ষতিকর।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

দানা, বীজ ও বীজপাত্র ভাল ভাবে শুকিয়ে নিন।**পাত্রের মুখ ভাল ভাবে বায়ুরোধী করে বন্ধ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষিতথ্যসার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

পোকার নাম : ভুট্টার কাটুই পোকা

পোকা চেনার উপায় : কাটুই পোকার বেশ কতক প্রজাতি আছে। কালোকাটুই পো্কা বেশি ক্ষতিকর। এরা মাঝারি আকারের নিশিজীবী মথ। উপরের পাখা ছাই ও ধুসর রঙ্গের ছোপযুক্ত, নিচের কিনারা ঝালের মতো। এরা হালকা ধুসর থেকে কালচে তেলতেলা ধরণের।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা রাতের বেলা চারা মাটি বরাবর গাছ কেটে দেয়। সকাল বেলা চারা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায় ।

আক্রমণের পর্যায় : চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সম্পূর্ণ গাছ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (কেয়ার ৫০ এসপি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি ২০ মিলি / ৪ মূখ) অথবা ল্যামডা-সাইহ্যালোথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (ক্যারাটে ২.৫ ইসি অথবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইসি ১৫ মিলি / ৩ মূখ) ১০ লিটার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ভালভাবে জমি চাষ দিয়ে পোকা পাখিদের খাবার সুযোগ করে দিন। * নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

সকাল বেলা কেটে ফেলা চারার আশে পাশে মাটি খুরে পোকা বের করে মেরে ফেলুন ।* কেরোসিন মিশ্রিত পানি সেচ দিন।* পাখি বসার জন্য ডালপালা পুতে দিন।* রাতে জমিতে মাঝে মাঝে আবর্জনা জড়ো করে রাখলে তার নিচে কীড়া এসে জমলে, সকালে সেগুলোকে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

পোকার নাম : ভূট্টার কান্ড ছিদ্রকারি পোকা

পোকা চেনার উপায় : মেটে রঙ্গের মথ মাঝারি আকারের। কোন কোন্টির পাখায় রুপেলি ফোটা থাকে। কীড়া প্রায়৩.৮ সেমি লম্বা দেহের সামনে ও পিছনের দিকে সাদা রেখার মতো আছে এবং ঘাড়ের ৩য় খন্ডাংশ থেকে পেটের ৩টি খন্ডাংশ পর্যন্ত গাঢ় বেগুনি তাতে সাদা রেখা নাই ।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা রাতের বেলা চারা মাটি বরাবর গাছ কেটে দেয়। সকাল বেলা চারা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সম্পূর্ণ গাছ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ কারটাপ বা সানটাপ ২৪ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ভালভাবে জমি চাষ দিয়ে পোকা পাখিদের খাবার সুযোগ করে দিন। * নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন। * আলু চাষ করা হয়েছে এমন জমিতে ভুট্টা চাষ করবেন না।

অন্যান্য :

সারিতে গাছের গোড়ায় মাটি তোলার সময় পোকা বের হলে মেরে ফেলুন । * কেরোসিন মিশ্রিত পানি সেচ দিন।* পাখি বসার জন্য জমিতে ডালপালা পুঁতে দিন। * রাতে জমিতে মাঝে মাঝে আবর্জনা জড়ো করে রাখলে তার নিচে কীড়া এসে জমা হলে, সকালে সেগুলোকে মেরে ফেলুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : ভূট্টার জাবপোকা বা এফিড

পোকা চেনার উপায় : এরা হালকা থেকে গাঢ় সবুজ, নীলচে, বেগুনি, কালো রঙ্গের হয়ে থাকে। পেছনের দিকে পেটের ২ পাশে ২টি চিকণ নালিকা থাকে।কারো কারো পাখা থাকে।এরা ডিম বা বাচ্চা দেয়। গাছের নরম ও কচি অংশে দলবেধে থেকে রস চুষে খায়।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা গাছের পাতার ও কান্ডের রস খেয়ে ফেলে এবং এক ধরনের মিষ্টি রস নিঃসরণ করে।এর আক্রমণ বেশি হলে শুটি মোল্ড ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে এবং গাছ মরে যায় ।পিঁপড়ার উপস্থিতি এ পোকার উপস্থিতিকে অনেকটা জানান দেয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কান্ডের গোঁড়ায়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম ও উন্নত জাতের ভূট্টা বপন করুন ।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : ভূট্টার পাতা মোড়ানো পোকা .

পোকা চেনার উপায় : সোনালি বাদামি থেকে গাঢ়বাদামি পাখাযুক্ত মথ। পাতায় গাদা করে একে একে গোল গোল ডিম পাড়ে। সপ্তাহের মাঝে কীড়া বের হয় । মাথা ও ধড় হালকা থেকে গাঢ় বাদামি ।বাকি শরীর স্বচ্ছ ও হালকা হলদে।

ক্ষতির ধরণ : এরা পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়িয়ে পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পাতায় সাদা লম্বা দাগ দেখা যায়। খুব বেশি ক্ষতি করলে পাতাগুলো পুড়ে পাওযার মত দেখায়। কীড়াগুলো পাতার সবুজ অংশ খায় এবং বড় হবার সাথে সাথে তারা পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়িয়ে একটা নলের মত করে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

শতকরা ২৫ ভাগ পাতার ক্ষতি হলে ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ডারসবান ২০ ইসি বা পাইক্লোরেক্স ২০ ইসি ২০ মিলিলিটার) অথবা ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ফাইফানন ২৫ মিলিলিটার)১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বিকালে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমিতে ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখির সাহায্যে পূর্ণ বয়স্ক মথ দমণ করুন।

অন্যান্য :

আলোক ফাঁদের সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক মথ ধরে মেরে ফেলুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ফসলেরবালাইব্যবস্থাপনা, মোঃহাসানুররহমান, দ্বিতীয়সংস্করণ, জানুয়ারী২০১৩।

পোকার নাম : ভূট্টার জাপানি বিটল পোকা

পোকা চেনার উপায় : চকমকি সবুজের মাঝে ব্রোঞ্জ রঙ্গের পাখাযুক্ত পোকা । পেটের উভয় ৬গুচ্ছ সাদা লোম আছে। এরা মাটিতে ডিম পাড়ে।কীড়া মাটির নিচে কয়েক কয়েক বারে রূপান্তর ঘটিয়ে এবং মৃত শিকড়াদি খেয়ে ১৩-২৫মাসে মিমি আকারের হয়।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকার গ্রাব শিকড়ে আক্রমণ করলেও পূর্ণবয়স্ক পোকা গাছের কচি পাতায় আক্রমণ করে এবং ক্ষতি করে।

ক্ষতির লক্ষণ :

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কচি পাতা , শিকড়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

প্রফেনফস (৪০%) + সাইপারমেথ্রিন (২.৫%) জাতীয় কীটনাশক (সবিক্রণ ৪২৫ ইসি ২০ মিলি) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুণ । ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

এ পোকার সম্ভাব্য জমিতে আগাম ভূট্টা বপন করুন; উন্নত জাতের ভূট্টা বপন করুন ।

অন্যান্য :

আক্রমণের শুরুতে হাত দিয়ে পিশে পোকা মেরে ফেলুন।* আক্রান্ত পাতা অপসারণ করুন।* ডিটারজেন্ট পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : ভূট্টার ইক্ষু বিটল পোকা

পোকা চেনার উপায় : ১২-১৬ মিমি আকারের পোকা । চকচকে কালো। এরা মাটির নিচে শ খানিক ডিম পাড়ে।লালচে বা বাদামি মাথাযুক্ত কীড়া সাদা। গুটানো অবস্থায় দেখা যায়।

ক্ষতির ধরণ : চারা গাছের মাটির নিচে গাছের অংশ ২৩ ইঞ্চি পর্যন্ত উঁচু/ ৪৫ দিন পর্যন্ত বয়স্ক চারার বিশেষ বা শিকড় কেটে দেয় । পাতায় সারের ঘাটতি জনিত লক্ষণের মতো পাতার পাশে হলুদ লম্বা দাগ দেখা যায়।

ক্ষতির লক্ষণ :

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , শিকড়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আইসোপ্রোকার্ব জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ মিপসিন বা সপসিন ৩০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বিকালে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ভালভাবে জমি চাষ দিয়ে পাখিদের পোকা খাবার সুযোগ করে দিন।* চারা লাগানোর প্রতিদিন সকালে জমি পরিদর্শন করুন এবং শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।আগে আখ চাষ করা হয়েছে বা আশেপাশে আখ চাষ করা হয়েছে এমন জমিতে ভূট্টা চাষ করবেন না।

অন্যান্য :

সারিতে গাছের গোড়ায় মাটি তোলার সময় পোকা বের হলে মারুব।* কেরোসিন মিশ্রিত পানি সেচ দিন।*পাখি বসার জন্য জমিতে ডালপালা পুঁতে দিন।* রাতে জমিতে মাঝে মাঝে আবর্জনা জড়ো করে রাখলে তার নিচে কীড়া এসে জমা হবে, সকালে সেগুলোকে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ফসলেরবালাইব্যবস্থাপনা, মোঃহাসানুররহমান, দ্বিতীয়সংস্করণ, জানুয়ারী২০১৩।

পোকার নাম : ভূট্টার উঁড়চুঙ্গা পোকা

পোকা চেনার উপায় : লম্বা মেটে বাদামি রঙের শক্ত ধরনের কিন্তু দেহ কোমল ও চঞ্চল পোকা। বয়স্ক পোকার পাখা পিঠের অর্ধেক আবৃত। সামনের পা চেপ্টা ও খাঁজকাটা, মাটি খনন উপযোগী। বাচ্চা পোকা বয়স্কের মতো তবে পাখাহীন।

ক্ষতির ধরণ : মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে এবং গাছের সম্পুর্ন অংশ কেটে দেয় বা অংশিক কেটে ক্ষতি করে।

ক্ষতির লক্ষণ :

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সম্পূর্ণ গাছ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক যেমন: রিপকর্ড ১০ ইসি বা ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা সিমবুশ ১০ ইসি ৫ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ভালভাবে জমি চাষ দিয়ে পাখিদের পোকা খাবার সুযোগ করে দিন।* চারা লাগানোর প্রতিদিন সকালে জমি পরিদর্শন করুন এবং শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

মাটি খুঁড়ে পোকা বের করে মেরে ফেলুন ।* কেরোসিন মিশ্রিত পানি সেচ দিন।* পাখি বসার জন্য জমিতে ডালপালা পুঁতে দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : ভূট্টার ঘাসফড়িং

পোকা চেনার উপায় : বাদামি থেকে মেটে সবুজ রঙ্গে লম্বা লাফানো ফড়িং পোকা। এদের চোখ, মুখ ও পেছনের পা বৈশিষ্ঠ মন্ডিত। গচদের এন্টিনা খাটো।পিছনের দুটো পা লম্বা হওয়ার কারণে এরা লাফিয়ে চলে । এদের গায়ের রং হালকা সবুজ অথবা হলদে বাদামী রং এর হয়ে থাকে ।

ক্ষতির ধরণ : বিভিন্ন প্রজাতি এক সাথে অনেক সংখ্যায় ক্ষেত আক্রমণ করে বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক উভয়ই ফসলের ক্ষতি করে । মধ্যশিরা বাদে সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে ফেলতে পারে ।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আইসোপ্রোকার্ব জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ মিপসিন বা সপসিন ৩০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বিকালে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ডাল পুঁতে পোকা খেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করুন ।

অন্যান্য :

আলোর ফাঁদ ব্যবহার করুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : ভূট্টার লেদা পোকা

পোকা চেনার উপায় : মেটে বাদামি রঙের গাঢ় ছোপযুক্ত মথ। পাখার নিচের দিকে কিনারা গাঢ় বাদামি রঙের । ভূট্টার মোচার চুল বা পাতায় অসংখ্য ছোট ছোট গাঢ় বাদামি রঙের ডিম পাড়ে। যা পরে সাদা রঙ ধারন করে। সপ্তাহের মধ্যে কীড়া বের হয়ে ডগা বা মোচা আক্রমণ করে বড় হতে থাকে।

ক্ষতির ধরণ : পাতা কেটে কেটে খায় । কীড়া ও পূর্ণবয়স্ক উভয়ই পাতায় পাশ থেকে খেতে থাকে ।

ক্ষতির লক্ষণ : পাতা কেটে কেটে খায় । কীড়া ও পূর্ণবয়স্ক উভয়ই পাতায় পাশ থেকে খেতে থাকে ।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

ল্যামডা-সাইহ্যালোথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (ক্যারাটে ২.৫ ইসি অথবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইসি ১৫ মিলি / ৩ মূখ) ১০ লিটার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ভালোভাবে জমি চাষ দিয়ে পাখিদের পোকাখাবার সুযোগ করে দিন। * নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

আলোর ফাঁদ পেতে পূর্ণবয়স্ক মথ ধরে মেরে ফেলুন।* পাখির পোকা খাওয়ার জন্য ডালপালা পুঁতে দিয়ে ও পোকার সংখ্যা কমিয়ে আনুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ভুট্টা এর রোগের তথ্য

রোগের নাম : ভূট্টার পাতা ঝলসানো রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে পাতার নিচের দিকে লম্বা ধুসর দাগ হয় পরে তা পাতার উপরের দিকেও দৃশ্যমান হয়। একপর্যায়ে পাতা শুকিয়ে যায় এবং গাছ মারা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে ।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ বপণ করুন।* রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের যেমন: মোহর চাষ করুন।* আক্রান্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষিতথ্যসার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ফসলেরবালাইব্যবস্থাপনা, মোঃহাসানুররহমান, দ্বিতীয়সংস্করণ, জানুয়ারী২০১৩।

ভুট্টা এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল : ভুট্টা

ফসল তোলা : • দানার জন্য ভূট্টাসংগ্রহের বেলায় মো্চার চুলের মতো অঙ্গ শুকিয়ে আসে এবং মোচা খড়ের মতো চকচকে রং ধারণ করলে এবং পাতা কিছুটা হলদে হলে সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। এ অবস্থায় মোচা থেকে ছাড়ানো বীজের গোড়ায় কালো দাগ দেখা যাবে। *যে সমস্ত খোল ভূট্টার দানাগুলোকে আবৃত করে রাখে সেগুলো শুকিয়ে যায়। কাঁচা অবস্থায় ভূট্টা খাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সেগুলো খুব সুস্বাদু ও জনপ্রিয়। পুরো গাছ গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য দানাগুলো কেবল পুষ্ট হতে শুরু করেছে তখনই কেটে গরুকে খাওয়ানো উচিত।*ভূট্টাগাছ থেকে উৎকৃষ্ট সাইলেজ বা গো-খাদ্য তৈরি করা যায়। ***মিষ্টি ভূট্টার সিল্ক বের হওয়ার ২০-২৫ দিনের মধ্যে/ বোনার১১২-১২০ দিনের মধ্যে দানা অ ল্প নরম থাকতেই কচি মোচা সংগ্রহ করুন।*** নিচের দিকের মোচার মাথায় যখন সিল্ক ২.৫-৩.০ সেমি লম্বা হয় তখন ধারালো চাকু/কাঁচি দিয়া কেটে সংগ্রহ করুন।এর পর উপরের আবরণ সহ ২-৩ দিন সংরক্ষণ করুন।উপরের আবরণ সরানোর পর পলিব্যাগে ভরে নিম্ন তাপে ফ্রিজে ১০-১৫ দিন সংরক্ষণ করুন।

সংরক্ষণ : পলি ব্যাগে ভরে চটের বস্তায়/কেরোসিন/বিস্কুটের টিন, ধাতব বা প্লাস্টিকের ড্রাম, পলিথিন ব্যাগ চটের বস্তায়য় ভরে বীজ সংরক্ষণের জন্য উত্তম। বীজ সংরক্ষণের পাত্রটি পরিষ্কার, শুকনো, বায়ুরোধী ও ছিদ্রমুক্ত হতে হবে। বীজ দিয়ে পাত্র ভর্তি করতে হবে যাতে পাত্রের ভিতরে ফাঁকা জায়গা রাখবেন না ।ফাঁকা জায়গা অপূর্ণ বা ভালভাবে পাত্রের মুখ না আঁটকালে বীজের গজানোর হার কমে যাবে।বীপাত্রেমুখে ও গায়ে লেবেল বা বীজের বিবরণ লিখে/ চিহ্ন দিয় রাখিন সংরক্ষণের জন্য বীজ ভর্তি পাত্র মাটির সংস্পর্শে না রেখে মাচার উপর রাখুন। বীজপাত্র কমআর্দ্র ঘরের শীতল স্থানে রাখু ন। তৈরী পেস্ট দিয়ে প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে আদা রাখুন। আদার প্রতি স্তরের উপর ২ সেমি. পুরু শুকনো বালি বা করাতের গুড়া দিয়ে ঢেকে দিন। বায়ু চলাচলের জন্য গর্তের উপরিভাগে ও পাশে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফাঁকা জায়গা রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : ভুট্টা

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

বীজ নিকটস্থ কোম্পানির ডিলার/ বিশ্বস্থ বীজ ব্যবসায়ী ও বিশ্বস্থ বীজ উৎপাদনকারীর নিকট খেকে সংগ্রহ করুন।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বিএডিসি ও সরকার অনুমোদিত সার ও বালাইনাশক ডিলার ।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ভুট্টা এর খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

কোদাল

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

গাছের গোড়ায় মাটি তোলা/ আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যা ব্যবহার হয়।।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যেগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

যন্ত্রের নাম : সেচ যন্ত্র/এলএল পি/এস টি ডবলিও / স্প্রিংকসেচযন্ত্রলার

ফসল : ভুট্টা

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

ডিজেল চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : অশ্ব শক্তি ১-২।

যন্ত্রের উপকারিতা :

শ্রম সাশ্রয়ী। কম জমির জন্য ।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

পরিচালনা সহজ ।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর পরিষ্কার করে রাখুন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ মেকানিক দিয়ে যন্ত্র পরবর্তী কাজের জন্য মেরামত করে নিন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

যন্ত্রের নাম : লাঙ্গল

ফসল : ভুট্টা

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

কায়িক শ্রম ও পশু

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

কম জমি জমভনযোগস সহজে বহনযোগ্য। সারি টানায় সুবিধা জনক

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সহজে বহন যোগ্য ও অর্থ সাশ্রয়ী।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহাররে পর মাটি ও কাদাপানি পরিস্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

যন্ত্রের নাম : পাওয়ার টিলার।/হাই স্পডি রোটারি টিলার

ফসল : ভুট্টা

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

ডিজেল চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : প্রচলতি পাওয়ার টিলার যেখানে ৫-৬টি চাষের প্রয়োজন হয়, হাই স্পিড রোটারি টিলার দিয়ে সেখানে ১-২টি চাষ যথেষ্ট। তা একটি উন্নত মানরে শুকনা জমি চাষরে যন্ত্র। ১২অশ্ব শক্তি সম্পন্ন।

যন্ত্রের উপকারিতা :

প্রতি ঘন্টায় ০.১ হক্টরে (২৪ শতাংশ) জমি চাষ করতে পার। প্রচলিত টিলারের তুলনায় ৫০% সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

যন্ত্ররে রোটারি ব্লেড শ্যাফট উচ্চ গতিতে ঘুরে বিধায়জমির ঢেলা খুব ছোট হয় ও মাটি ভাল গুঁড়া বা মিহি হয়।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহাররে পর মাটি ও কাদাপানি পরিস্কার করে রাখুন। প্রয়োজনে অভজ্ঞি মকোনকি দিয়ে যন্ত্র পরর্বতী কাজরে জন্য মেরামত করে নিন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

ভুট্টা এর বাজারজাত করণের তথ্য

ফসল : ভুট্টা

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

বাঁশের ঝুড়ি, চটের বস্তা, ঠেলা গাড়ি, রিক্সা ভ্যান, গরুর গাড়ি, নৌকা ইত্যাদি

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

প্লাস্টিকের ঝুড়ি, ছিদ্রযুক্ত চটের বস্তা, পাওয়ার ট্রলি, মিনি ট্রাক, ট্রাক। বিদেশে রপ্তানির জন্য ক্র্যাট ব্যবহার করুন।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

স্থানীয় বাজারে খুচরা/ পাইকাড়ি বিক্রয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

প্রকিয়াজাত করে আড়ৎদারের মাধ্যমে হিমযুক্ত কার্ভাড ভ্যানে দূরবর্তী বাজার, সুপার মার্কেট, ও বিদেশে বিপণন করুন।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।